কোড ফর চ্যারিটি গভর্নেন্স

THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

17 ডিসেম্বর 2020

© ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সচিবদের সংস্থা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোন অংশ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সচিবদের সংস্থার আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন আকারে বা কোন ভাবেই অনুবাদ বা অনুলিপি করা যাবে না।

প্রকাশক:

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সচিবদের সংস্থা

আইসিএসআই হাউস,২২,ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, লোদি রোড, নিউ দিল্লী - ১১০ ০০৩

ফোন : ৪১৫০৪৪৪৪, ৪৫৩৪১০০০,ফ্যাক্স: ২৪৬২৬৭২৭

ওয়েবসাইট: www.icsi.edu, ই-মেইল: info@icsi.edu

অনুবাদক : লিঙ্গুয়া বিজ

তোমার মাহাত্ম্য তোমার কাছে যা আছে তা নয়,

তুমি যা দিতে পারছো তা ।

যদিও উপরোক্ত শব্দগুলো দাতব্য এবং জনহিতকর কাজের জন্য সত্য, এগুলি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সচিবদের সংস্থার চিন্তাকে প্রতিফলিত করে যখন এটি ইন্ডিয়া ইনকর্পোরেটেডের পরিধির বাইরে শাসনের শিকড়কে আরও দৃঢ়তার সাথে প্রসারিত করার চেষ্টা করে।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, ধর্ম বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ও প্রচলিত এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি এটিকে ভাগ করে নেয়; তাদের প্রত্যেকেই একভাবে বা অন্যভাবে অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দানের তাৎপর্য প্রচার করেছে। কর্পোরেট সংস্কৃতির আবির্ভাবের সাথে সাথে, এটি সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) রূপ নিয়েছে বা সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করেছে এবং যা কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব নামেও পরিচিত।

যদিও যুগ যুগ ধরে স্বেচ্ছাসেবী কাজকর্ম চলে আসছে, কিন্তু সম্প্রতি আইনের অধীনে সিএসআর-এর বিতরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটি একটি বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে এসেছে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলিকে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করেছে এবং একই সাথে কর্পোরেট

ও চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছে।

উপরোক্ত সব কিছুর ওপরে নজর রেখে, আইসিএসআই দাতব্য প্রশাসন সংহিতার অধীনে দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য প্রশাসনিক সংহিতা তৈরি করেছে। শ্রী জাগ্গি বাসুদেবের (সাধুগুরু) হাতে প্রকাশিত, এই সংহিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের কাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং শক্তিশালী করা।

সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে, লাভ এবং অর্জনের জন্য এটিকে প্রকৃত অংশীদারদের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, আইসিএসআই ভারতের ১০টি প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় সংহিতাটি অনুবাদ করেছে। আমি এই সংহিতার অনুবাদ ও প্রকাশনায় মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিবেদিত প্রচেষ্টার প্রশংসা করছি।

আমি আত্মবিশ্বাসী যে এই প্রকাশনা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে পঞ্চায়েত এবং চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে এবং এটি সুশাসনের এক নতুন যুগের সূচনা করবে। আমি এই প্রকাশনার উন্নতির জন্য পাঠকদের গঠনমূলক পরামর্শ/ মন্তব্যকে আমন্ত্রণ জানাই।

সিএস আশিস গর্গ

অধ্যক্ষ

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সচিবদের সংস্থা

ভূমিকা

को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ।
को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥

শক্তিশালীদের জন্য কিছুই ভারী নয় এবং যারা প্রচেষ্টা রচনা করে তাদের জন্য কোন স্থানই দূরগামী নয়। সত্যিকারের শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে কোন দেশই বিদেশ নয়। মধুর ভাষীদের কোনো শত্রু হতে পারে না।

চাণক্য নীতির উপরোক্ত শ্লোক থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে বলা যায় যে, যদি সত্যিকারের শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে কোন দেশই বিদেশ নয়, তাহলে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন কার্যক্ষেত্র কিভাবে সুদূরপ্রসারী হতে পারে, যার উদ্দেশ্য জাতির হৃদয় ও আত্মার মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা?

দান, ভিক্ষা, ও জনহিতকর কাজ দীর্ঘকাল ধরেই সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের মধ্যে ব্যবধান মেটাতে তাদের ভূমিকা পালন করেছে। একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে যা শুরু হয়েছিল তা নিবেদিত প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ খুঁজে পায়; তারা একক এবং আন্তরিকভাবে নিজেদের সেইসব সামাজিক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে যার জন্য তাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আধুনিক যুগে দাতব্য সংস্থার ভূমিকা এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করে, এবং তারচেয়েও বেশি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখে, কর্পোরেটেরা সামাজিক কল্যাণকে প্ররোচিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী এই সত্তাগুলোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। যাইহোক, সাম্প্রতিক কিছু উন্মোচন সবার চোখ খুলে দিয়েছে। এবং এর ফলে দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য প্রশাসনিক সংহিতা নিজের বর্তমান আকৃতি এবং অস্তিত্ব অর্জন করেছে। নীতি বোঝাই সংহিতা, যা সুশাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে জাতীয় শাসনের ক্ষমতায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য কে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্বলিত করবে।

তাদের সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিগুলি চূড়ান্তকরণে তাদের ব্যবহারিক পরামর্শের জন্য আমি সিএস (সুশ্রী) প্রীতি মালহোত্রা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আইসিএসআই এবং দাতব্য সংস্থাগুলি পরিচালনা সম্পর্কিত মূল গোষ্ঠীর

অধ্যক্ষ ও দলের সমস্ত সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। এই সুযোগে আমি সচিবালয়ের সদস্যবৃন্দ, আইসিএসআই, সিএস (ডাঃ) পূজা রাহী, শ্রী মনোজ কুমার, সিএস বানু দান্দোনা এবং সিএস সামির রাহেজা, এবং কর্পোরেট আইন ও শাসন অধিদপ্তরের সদস্যদের প্রচেষ্টার প্রশংসা জানাই।

এই মুহূর্তে আমার অ্যাপল ইনকর্পোরেটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিম কুকের একটি উক্তি মনে পড়ছে, "আপনার পুকুরের সেই পাথর হওয়া উচিত যা পরিবর্তনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে"। আমি নিশ্চিত যে সংহিতা, এর নীতি এবং নির্দেশিকা এই পাথরের ভূমিকার সাথে সম্পূর্ণভাবে মানানসই হবে যা শুধুমাত্র তরঙ্গই সৃষ্টি করবে না বরং দাতব্য সংস্থাগুলির সঠিক পরিচালনায় সহযোগিতা করবে।

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्।।

যে উপহারের বিনিময়ে আপনি কোন পরিষেবা পাবেন না, এবং তা এই অনুভূতির সাথে দেওয়া হয়েছে যে সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করা হলো একজন ব্যক্তির কর্তব্য, সেটিকে “সত্ত্বিক দান” হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মহাসাগরে বৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই, ঠিক তেমনভাবেই ইতিমধ্যেই যে খেয়েছে তাকে খাওয়ানো খাবারের অপচয়|
ঐশ্বর্যশালীকে কিছু দান করা বেকার, এবং ঠিক তেমনভাবেই দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বালানো অর্থহীন ||

वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, वृथा तृप्तेषु भोजनम् ।
वृथा दानं धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च ॥

তারিখ: 22nd নভেম্বর, 2017 *সিএস (ডাঃ) শ্যাম আগরওয়াল*

স্থান: নয়া দিল্লি *প্রেসিডেন্ট*

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সচিবদের সংস্থা

সূচনা

একটি ধারণা, একটি অনুশীলন এবং একটি সংস্কৃতি হিসাবে শাসনকে আবদ্ধ করা যায় না। দেশের কর্পোরেটদের হাতে শাসন সীমিত করা অত্যন্ত অযৌক্তিক হবে এবং এটা বিশ্বাস করা বিবেচনাহীন হবে যে সমাজের অন্যান্য অংশ তার উপস্থিতি ছাড়াই টিকে থাকতে পারে; বরং এখন সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিভাগ এবং ক্ষেত্রে এই শব্দটির বর্ধিত গুরুত্ব প্রদান করা উচিত, এমনকি কর্পোরেটদের চেয়েও বেশি।

বর্তমানে বিভিন্ন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ধরণের দাতব্য সংস্থা, জাতীয় প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের বাহন হিসাবে নিজের কর্তব্য পালন ছাড়াও আধুনিক কর্পোরেটদের জন্য তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বিতরণের আনুষঙ্গিক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। যাইহোক, বিগত কয়েকদিন ধরে এই সব সত্তার অন্ধকার দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে, যা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্যর বিরুদ্ধে গিয়ে অর্থনীতির উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

যে সব সংস্থা শুধুমাত্র অলাভজনক বা দাতব্য উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলতো, তাদের প্রতি করা অভিযোগ এবং মামলাগুলো শুধু নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা জনগণের নয়, সকলের চোখ খুলে দিয়েছে, অপরদিকে রয়েছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সচিবদের সংস্থার মত পেশাদারী প্রতিষ্ঠান যাদের উদ্দেশ্য, দর্শন, এবং মিশন বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় উন্নতির মশাল বহন করা।

উপরোক্ত অনুসারে, দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য একটি শাসন সংহিতা সৃষ্টির জন্য একটি কমিটি গঠন শুধু উপযুক্তই নয় বরং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা। সংহিতার প্রতিটি নীতি এই সংস্থাগুলির কার্যকলাপের এক একটি ভিন্ন ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে, অন্যদিকে সামগ্রিক সংহিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির দাতব্য সংস্থাগুলির শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা। সংহিতার নীতি যদিও প্রকৃতিতে ঐচ্ছিক, তবে দাতব্য সংস্থাগুলির সুশাসনের শিখরে পৌঁছানোর জন্য এটি একটি নিখুঁত পন্থা হিসেবে প্রমাণিত হবে।

আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রকাশনাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাদের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারিক পরামর্শের জন্য আন্তরিকভাবে দাতব্য সংস্থাগুলি পরিচালনা সম্পর্কিত মূল গোষ্ঠীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তার নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন এবং উৎসাহ এবং তার মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমি আইসিএসআই-এর অধ্যক্ষ শ্যাম আগরওয়ালকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ।

আমি কর্পোরেট আইন ও শাসন অধিদপ্তরের সদস্য, আইসিএসআই-এর সিএস (ডঃ) পূজা রাহি, শ্রী মনোজ কুমার, সিএস বানু দান্দোনা এবং সিএস সামির রাহেজাকে দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য শাসন সংহিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন এবং সহযোগিতার

জন্য প্রশংসা জানাই।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে যথাযথ আলোচনার পর নির্মিত এই সংহিতাটি দাতব্য সংস্থাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পথকে আলোকিত করবে যখন তারা সুশাসন অর্জনের চেষ্টা করবে এবং কর্পোরেটদের তাদের সামাজিক লক্ষ্য ও দায়িত্ব অর্জনে সাহায্য করবে।

সিএস (সুশ্রী) প্রীতি মালহোত্রা

তারিখ: 22 নভেম্বর, ২০১৭ **অধ্যক্ষ**

স্থান:নয়া দিল্লি **দাতব্য সংস্থাগুলি পরিচালনা সম্পর্কিত মূল গোষ্ঠী**

সুচিপত্র

ক্রমিক নং.	*বিশেষ*	*পৃষ্ঠা নং*
1.	ভূমিকা	1 – 1
2.	সংহিতার উদ্দেশ্য	3 – 3
3.	সংহিতা এবং সংজ্ঞার প্রযোজ্যতা	4 – 5
4.	প্রদর্শক নীতিমালা	6 – 6
5.	নীতি 1: দর্শন ও উদ্দেশ্য	7 – 7
6.	নীতি 2: আইনের প্রতি আনুগত্য	8 – 8
7.	নীতি 3: কার্যকর পরিচালনসভা	9 – 10
8.	মূলনীতি 4 : বৈচিত্র্য	11 – 12
9.	নীতি 5: সুশাসন	13 – 14
10.	নীতি 6: স্বার্থের সংঘাত	15 – 15
11.	নীতি 7: প্রকাশ ও স্বচ্ছতা	16 – 18
12.	নীতি 8: সম্প্রদায়ের সংযুক্ততা	19 – 19
13.	মূলনীতি 9: সততা	20 – 21
14.	নীতি 10: স্থায়িত্ব	22 – 22
15.	সংযোজন A: পরিচালনসভার সামনে রাখা ন্যূনতম তথ্য	23 – 23
16.	সংযোজন খ: পরিচালনসভার সদস্য কর্তৃক আগ্রহের বিজ্ঞপ্তি	24 – 24
17.	সংযোজন সি: পরিচালনসভার সদস্যদের জন্য আচরণবিধি	25 – 26

ভূমিকা

দাতব্য এবং জনহিতকর কাজ সারা বিশ্বের প্রতিটি সমাজের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ভারতীয় পরিস্থিতিও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ভিক্ষা দেওয়া, পর্যটকদের জন্য সরাইখানা স্থাপন বা এমনকি হাইওয়েতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা থেকে যা শুরু হয়েছে তা এখন আরো বিশাল কিছুতে পরিণত হয়েছে। সংস্থাপন, ন্যাস, সমাজ এবং অলাভজনক কোম্পানির গঠন উপরোক্ত বিবৃতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে অনেক দূর এগিয়েছে।

শাসনের সর্বোচ্চ মান অর্জন করার জন্য একটি জাতির প্রতিটি সাংবিধানিক অংশের প্রকৃত চেতনায় সুশাসনের নীতি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী। এনজিও বা বেসরকারী সংস্থা তাদের দাতব্য এবং জনহিতকর প্রকৃতির কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে সার্বিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে তুলে ধরে।

সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে ও বেসরকারী সংস্থাগুলো অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যত্নসহকারে সম্বোধন করে একটি সহায়তা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। শিশু অধিকার রক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, জ্যেষ্ঠ নাগরিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প ও শিল্পের উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ কেবলমাত্র একটি ইঙ্গিত যা বোঝায় যে দাতব্য সংস্থাগুলি সমাজে একটি পার্থক্য আনতে কতটা কার্যকর।

আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন সত্তা ভারতে দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ন্যাস আইন, ১৮৮২ এর অধীনে নিবন্ধিত ন্যাস এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যর অধীনে নিবন্ধিত প্রাসঙ্গিক আইন, সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ / বহু-রাষ্ট্র সমবায় সমিতি আইন, ২০০২ এবং সংস্থা আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ এর অধীনে নিবন্ধভুক্ত দাতব্য বিষয়বস্তুযুক্ত সংস্থাগুলি।

যেহেতু দাতব্য সংস্থাগুলো স্বতন্ত্র দাতা, সংস্থাপন, নিগম এবং সরকারসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করে, তাই তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সুশাসনের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার তাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। যদিও নিম্নলিখিত সংহিতাটি দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য সকল প্রযোজ্য আইনি প্রয়োজনীয়তা তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করে না, তবুও এটি একগুচ্ছ নীতি এবং মান নির্ধারণ করে যা প্রাথমিকভাবে স্বচ্ছতা এবং সুশাসনের বর্ধিত মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের সংস্থাদ্বারা গৃহীত হতে পারে।

সংহিতার অনুগামী দাতব্য সংস্থাগুলিকে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে একজন স্বতন্ত্র পেশাদারের থেকে প্রাপ্ত প্রমাণপত্র অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা প্রমান করবে যে তারা উল্লিখিত সংহিতার সকল নীতি যথাযথভাবে মেনে চলেছে।

বৃহত্তর স্বচ্ছতার জন্য আবেদনপত্র এবং প্রকাশনার ই-ফাইলিংকে উৎসাহিত এবং এটির প্রচারের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

সংহিতার উদ্দেশ্য

উপরে যেমন বলা হয়েছে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দাতব্য সংস্থাগুলি বিভিন্ন আইনের অধীনে গঠিত, প্রতিষ্ঠিত এবং নিবন্ধিত। নিজ নিজ সংস্থা পরিচালনা করে এমন প্রতিটি নিয়ামক কাঠামো তার প্রাসঙ্গিক প্রতিলিপিগুলির চেয়ে পৃথক। যাইহোক, বাস্তবতা হলো যে এই সংগঠনগুলো সমাজের বিভিন্ন অংশের উন্নয়নকে সমর্থন করে যারা অর্থনীতির উন্নয়নে অংশগ্রহণ এবং অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। সংহিতার নীতি ও মানদণ্ড এই দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এমনকি চিন্তার বৈচিত্র্য, উদ্দেশ্যের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এটির চূড়ান্ত সাধারণ লক্ষ্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করা প্রয়োজন যা নীতিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

সংহিতার অভীষ্ট

একটি আদর্শ শাসন সংহিতা গঠনের উদ্দেশ্যকে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ে সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে:

- প্রতিষ্ঠার বিন্যাস নির্বিশেষে দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের জন্য একগুচ্ছ পথপ্রদর্শক নীতি ও মান প্রদান করা।
- বিদ্যমান ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগুলিকে সহজ করার জন্য একগুচ্ছ নীতি প্রদান করা যার মাধ্যমে দাতব্য সংস্থার কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনা যায়।
- সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- কর্পোরেট এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষসহ দাতব্য সংস্থাগুলির সাথে কাজ করা বিভিন্ন অংশীদারদের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করা ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটি স্তরের বিকাশ করা।
- অনলাইন ফাইলিংয়ের সুবিধার্থে এবং এটিকে বাধ্যতামূলক করার জন্য নিয়ন্ত্রকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার আহ্বান জানানো।

সংহিতার প্রযোজ্যতা

দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য প্রশাসনিক সংহিতা অনুদান এবং দাতব্য কার্যক্রম/ধর্মীয় কার্যক্রম এবং জনস্বার্থের সাথে জড়িত সকল নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

সংজ্ঞা

এই সংহিতায় যদি না প্রসঙ্গের অন্যথায় প্রয়োজন হয়:

'অনুমোদিত বা গোষ্ঠীগত সত্তা' বলতে এমন একটি সত্তাকে বোঝায় যেখানে দাতব্য সত্তার পরিচালনা কমিটির সদস্য বা তার আত্মীয় পরিচালনা কমিটির সদস্য বা প্রবর্তক বা পরিচালক বা অংশীদার যে স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য প্রচারক, পরিচালক, অংশীদার বা আত্মীয়র সাথে নূন্যতম পঁচিশ শতাংশের ভোট ক্ষমতা রাখে।

'দাতব্য সত্তা' বা 'দাতব্য সংস্থা' (পরবর্তীতে সত্তা বা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও উল্লেখ করা হয়) বলতে বোঝায় ভারতীয় ন্যাস আইন, ১৮৮২ এর অধীনে নিবন্ধিত ন্যাস এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যর অধীনে নিবন্ধিত প্রাসঙ্গিক আইন, সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ / বহু-রাষ্ট্র সমবায় সমিতি আইন, ২০০২ এবং সংস্থা আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ (বা সংস্থা আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ২৫) এর অধীনে নিবন্ধভুক্ত দাতব্য বিষয়বস্তুযুক্ত সংস্থাগুলি বা আপাতত জনসাধারণের সেবা করার অভিপ্রায় নিয়ে নিযুক্ত অন্য কোনও আইন।

'স্বার্থের সংঘাত' বলতে এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে পরিচালনসভার একজন সদস্যের আর্থিক বা অন্য স্বার্থ তার স্বাধীনতা বা দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়।

পরিচালনসভা মানে অছিপর্ষৎ, ব্যবস্থাপনা কমিটি বা দাতব্য সংস্থার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দল।

মুখ্য কার্যনির্বাহী বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি এককভাবে বা একাধিক ব্যক্তির সহায়তায় সত্তার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা, সচিব বা কোষাধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করছেন।

'আত্মীয়' মানে একজন ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের বোঝায় যারা ব্যক্তির কর্তব্য পালনে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন:

- ক) স্বামী-স্ত্রী;
- খ) শিশু;
- গ) ভাই / বোন;
- ঘ) পিতামাতা; এবং
- ঙ) নির্ভরশীল।

প্রদর্শক নীতি

S. NO.	নীতি সংখ্যা	নীতি
1.	নীতি সংখ্যা 1:	দর্শন ও উদ্দেশ্য
2.	নীতি সংখ্যা 2:	আইনের প্রতি আনুগত্য
3.	নীতি সংখ্যা 3:	কার্যকর পরিচালনসভা
4.	নীতি সংখ্যা 4:	বৈচিত্র্য
5.	নীতি সংখ্যা 5:	সুশাসন
6.	নীতি সংখ্যা 6:	স্বার্থের সংঘাত
7.	নীতি সংখ্যা 7:	প্রকাশ ও স্বচ্ছতা
8.	নীতি সংখ্যা 8:	সম্প্রদায়ের সংযুক্ততা
9.	নীতি সংখ্যা 9:	সততা
10.	নীতি সংখ্যা 10:	স্থায়িত্ব

নীতি 1
দর্শন ও উদ্দেশ্য

যৌক্তিকতা:

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নির্বিশেষে প্রতিটি সত্তার অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। কোন সত্তা সঠিক দিক নির্দেশনা ছাড়া কাজ করতে পারে না। এই যুক্তিই কথিত নীতির পথপ্রদর্শক।

নির্দেশিকা:

1.1. সত্তার একটি সুসংজ্ঞায়িত, স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত দর্শন এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিবৃতি গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত করে জনগণের সামনে উন্মোচন করা উচিত।

1.2. ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পরিবেশগত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে এই ধরনের দর্শন এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিবৃতির নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।

1.3. যে লক্ষ্যে সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার খসড়া ভালভাবে করা এবং একসাথে একত্রিত করা কে উদ্দেশ্য সনদ বলা উচিত।

1.4. কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং কোন নির্দিষ্ট প্রকল্প বা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বিতর্ক ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সনদ সংস্থার জন্য একটি পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

1.5. দাতব্য সংস্থাকে একটি পৃথক উদ্দেশ্য সনদ তৈরী করতে হবে না, যদি সেটি সত্তার উপ- আইনের একটি অংশের গঠন করে।

1.6. সত্তার পরিচালনসভা কে নিশ্চিত করতে হবে যে এর কার্যক্রম এবং কর্মসূচী সনদে তালিকাভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নীতি 2
আইনের প্রতি আনুগত্য

যৌক্তিকতা:

দাতব্য সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, দেখা গেছে যে প্রতিটি রাজ্যের সাথে, প্রযোজ্য আইনের তালিকা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত বা গঠন হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সত্তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট ধরণের প্রযোজ্য আইন বর্তমান। সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখেন যে 'ন্যাস'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সমাজে প্রযোজ্য অন্যান্য আইনের তুলনায় কিছুটা পৃথক। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি সত্তার যথাযথ যত্ন সহকারে আইন, উপ-আইন, বিধি এবং নিয়মকানুন মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত।

নির্দেশিকা:

2.1. প্রত্যেক সত্বাকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রযোজ্য আইন, উপ-আইন, বিধি ও বিধিমালাসহ সকল আইনের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।

2.2. এই ধরনের তালিকা পর্যায়ক্রমে তাদের সভায় সত্তার পরিচালনসভার সামনে পেশ করতে হবে।

2.3. একটি স্বাধীন পেশাদারের থেকে প্রমাণপত্র পেতে হবে যার অনুসারে সত্তা সকল প্রযোজ্য আইনের বিধান যথাযথভাবে মেনে চলেছে।

নীতি 3
কার্যকর পরিচালনসভা

যৌক্তিকতা:

সাধারণভাবে একটি সংস্থার পরিচালনসভার যে ভূমিকা এবং দায়িত্ব থাকে বিশেষ করে পরিচালনসভার সদস্যদের দায়িত্বগুলোর খসড়া ভালোভাবে করা উচিত। এটা শুধু তাদের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে না, একই সাথে অংশীদার এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে। একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করা যা স্পষ্টভাবে সত্তার পরিচালনসভার ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করবে, একটি ভাল অভ্যাস।

নির্দেশিকা:

পরিচালনসভার দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

3.1. দর্শন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিবৃতির খসড়া, সত্তার মূল্যবোধ ও মান নির্ধারণ (নৈতিক মান সহ);

3.2. উদ্যোক্তা ও কৌশলগত উভয় নেতৃত্ব প্রদান, সত্তার উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করা;

3.3. সত্তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আর্থিক ও মানব সম্পদের প্রাপ্যতা ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

3.4. সত্তার সম্পদ রক্ষাসহ সম্ভাব্য ঝুঁকির মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা সক্ষম একটি কার্যকর ও বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর প্রতিষ্ঠা;

3.5. সত্তা কর্তৃক গৃহীত উদ্দেশ্য সনদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক উদ্যোগসহ সত্তা ও তার বিভিন্ন সাংবিধানিক বিভাগের কার্যক্ষমতা পর্যালোচনা করা;

3.6. প্রধান অংশীদারদের গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি নিজের দায়িত্ব স্বীকার করা এবং তাদের যথাযথ সম্মান ও সাফল্য নিশ্চিত করা; এবং

3.7. স্থিতিশীল বিষয়, যেমন সত্তার দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতি, কার্যকারিতা এবং কার্যক্রমের জন্য এর কৌশলগত প্রণয়নের অংশ হিসেবে পরিবেশগত এবং সামাজিক উপাদান।

নীতি 4
বৈচিত্র্য

যৌক্তিকতা:

পরিচালনসভার সদস্যরা বিশ্লেষণ এবং কার্যকর সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সত্তার কৌশল প্রণয়নের জন্য দায়ী। দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার একটি সর্বোত্তম মিশ্রণ পরিচালনসভাকে যাতে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে। পরিচালনসভার বৈচিত্র্য বেশ কিছু দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লিঙ্গ, বয়স, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট, পেশাগত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং জ্ঞান। একটি সত্তাকে বুঝতে এবং পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, তথ্য এবং প্রাপ্যতার বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে, একজন সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় সকল দিক সম্পর্কে অবহিত হবেন বলে মনে করা হয়।

দাতব্য সংস্থার পরিচালনসভার বৈচিত্র্য উন্নীত করার পিছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়:

নির্দেশিকা:

কর্মক্ষমতার মান বৃদ্ধি;

- কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- পর্যাপ্ত লিঙ্গ প্রতিনিধিত্ব;
- সদস্যদের দ্বারা সম্মিলিত উপায়ে অনন্য ব্যক্তিগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের ব্যবহার

4.1. সর্বোত্তম গঠন:

পরিচালনসভাতে অবশ্যই যথাযথ দক্ষতা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বাধীন, নির্বাহী এবং অ-নির্বাহী সদস্যদের সর্বোত্তম সমন্বয় থাকতে হবে।

4.2 লিঙ্গ বৈচিত্র্য:

পুরুষদের তুলনায় নারী সদস্যদের কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবনে ভিন্ন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। পরিচালনসভার সমিতিতে অন্তত একজন মহিলার সদস্য থাকা উচিত যাতে সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও বেশি বৈচিত্র্য বজায় থাকে। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সৃজনশীলতা এবং মান উন্নত করবে

নীতি 5
সুশাসন

যৌক্তিকতা:

প্রতিটি দাতব্য সংস্থা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের একটি দলের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়। এই সংস্থাকে বলা হয় পরিচালনসভা যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে এবং নির্বাহী ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই পরিস্থিতিতে, পরিচালনসভার নিজের কার্যক্রম এবং সভায় সর্বোচ্চ শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখা অপরিহার্য

নির্দেশিকা:

4.1. সত্তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিটি কর্মসূচীর ব্যয় এবং প্রস্তাবিত ফলাফল কার্যকর করার আগে তা পরিচালনসভার সামনে রাখা হবে এবং এই বিষয়টি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

4.2. পরিচালনসভার সামনে যে বিষয়গুলি রাখা যেতে পারে তার একটি প্রস্তাবনামূলক তালিকা সংযোজন এ-তে ন্যস্ত করা হবে।

4.3. নীতিগত কাঠামো:

সত্তার পরিচালনসভার অবশ্যই একটি সুগঠিত নীতিগত কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে যার মধ্যে সত্তার কার্যকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়:

- তহবিল সংগ্রহ;,
- বিনিয়োগ;
- সম্পদ নিয়োগ;
- সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিবৃতি; এবং
- পরিচালনসভার সদস্য এবং প্রধান নির্বাহীদের নিয়োগ ও পারিশ্রমিক।

4.4. আত্মীয়স্বজনের সাথে লেনদেন:

- পরিচালনসভার সদস্য এবং প্রধান নির্বাহীদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে একটি সত্তা কর্তৃক গৃহীত সকল লেনদেন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে হবে।

- এই ধরনের লেনদেন অবশ্যই পরিচালনসভা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদন নিয়ে করতে হবে এবং বিস্তারিত বিবরণ অবশ্যই সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে পাবলিক ডোমেনে উপলব্ধ থাকতে হবে।

4.5. প্রধান নির্বাহীদের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

পরিচালনসভা সত্তার প্রধান নির্বাহীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত একটি সনদ তৈরি করতে পারে।

নীতি 6
স্বার্থের সংঘাত

যৌক্তিকতা:

স্বার্থের সংঘাতের সৃষ্টি হয় যখন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ তার কর্মক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে তার রায় আংশিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতি সত্তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বা তার সুনাম নষ্ট করতে পারে। এছাড়াও এই ধরণের পরিস্থিতি তখন উৎপন্ন হতে পারে যখন একজন ব্যক্তির পেশাগত সিদ্ধান্ত এবং/অথবা ক্রিয়া গুলি প্রকৃতপক্ষে, অথবা ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর মানে এই নয় যে পরিচালনসভার একজন সদস্য কখনই সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে বাণিজ্যিক/আর্থিক প্রকৃতির লেনদেন করতে পারবেন না। বরং, এই ধরনের লেনদেন প্রয়োজন হলে উচ্চ মাত্রার প্রকাশ এবং তদন্তের আওতাধীন হবে।

নির্দেশিকা:

6.1 পরিচালনসভার কোন সদস্য বা সভাপতি যদি কোন বিষয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হন, তাহলে এই ধরনের বিষয় বিবেচনার আগে তার দ্বারা সভায় প্রকাশ করা হবে।

6.2 সভায় বিবেচনার বিষয়ে এ ধরনের দ্বন্দ্ব থাকা কোন সদস্যের আগ্রহ প্রকাশ এবং কথিত বিষয়ে আলোচনা/ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা মিনিটের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে।

6.3 সভাপতি তার পছন্দের আলোচ্য বিষয়ে আলোচনার জন্য যে কোনও অ-আগ্রহী সদস্যের কাছে চেয়ারটি ছেড়ে দেবেন।

6.4 পরিচালনসভার যে সদস্য তার স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ করেছেন, তাকে কোরাম নির্ধারণের জন্য গণনা করা হবে না বা সদস্য যে বিষয়ে আগ্রহী সে বিষয়ে আলোচনা ও ভোটদানের সময়ও তিনি অংশ নেবেন না।

6.5 পরিচালনসভার প্রতিটি সদস্য এবং সত্তার সকল মূল নির্বাহী প্রতিটি আর্থিক বছরের শুরুতে তিনি যে সংস্থাগুলিতে পদোন্নতিকারী, পরিচালক, অংশীদার, পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য যদি কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তবে তা প্রকাশ করবেন এবং এছাড়াও কোনো ক্ষেত্রে যদি তার মনে হয় যে স্বার্থের সঙ্গহত দেখা দিতে পারে তবে তিনি তাও প্রকাশ করবেন। এ জাতীয় ঘোষণার একটি নমুনা পত্রক সংযোজন বি-তে স্থাপন করা হয়েছে

নীতি 7
প্রকাশ ও স্বচ্ছতা

যৌক্তিকতা:

একটি দাতব্য সংস্থার পরিচালনসভাকেও অন্য প্রতিটি সত্তার অনুরূপ, অংশীদারদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। একজন অংশীদারের লাভের জন্য অন্য অংশীদারের স্বার্থ সম্পর্কিত ঝুঁকি নিলে সুশাসন লাভ করা যেতে পারে, তা একেবারেই ভুল ধারণা। সুতরাং, কর্মসূচী গ্রহণের সময় অংশীদারদের কাছে তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে। এই নীতি মেনে চললে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনার মাধ্যমে পরিচালনসভার সামগ্রিক অখণ্ডতা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবে স্বচ্ছতা এবং প্রকাশ সুশাসনের ভিত্তি গঠন করে এবং সংশ্লিষ্ট সত্তাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য বিকশিত প্রতিটি কর্পোরেট শাসন সংহিতাতেই তা বর্তমান। দাতব্য সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও, পরিস্থিতি একই রকম। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নির্বাচন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দায়িত্ব সংস্থার পরিচালনসভার ভূমিকার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও, তহবিলের উৎস, সময়োপযোগী এবং সুশৃঙ্খল ভাবে গৃহীত অনুদানের লেখ্য রাখা সত্তায় সুশাসনের সর্বোচ্চ নীতিগুলি বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নির্দেশিকা:

7.1. দাতব্য সংস্থার কার্যক্রম ও কার্যক্রম সম্পর্কিত সকল দলিল ও লেখ্য যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

7.2. সত্তা কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি কর্মসূচী বা প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রাসঙ্গিক বিরতিতে ক্রমাগত প্রকাশ করতে হবে।

7.3. অনুদান:

7.3.1. সকল দাতা ও সদস্যদের লেখ্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা অন্যভাবে প্রস্তুত করা হবে।

7.3.2. দাতব্য সংস্থাকে দেওয়া সকল অনুদান, রসিদ, চাঁদা, এবং সরকারি অনুদান ইত্যাদি তাদের পরবর্তী সভায় গভর্নিং বডির সামনে পেশ করতে হবে।

7.3.3. দাতব্য সংস্থাকে সকল অনুদান, রসিদ, চাঁদা, এবং সরকারি অনুদান ইত্যাদির সম্পূর্ণ হিসাব রাখতে হবে এবং সেগুলির যথাযত উদ্দেশ্যে

ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।

7.3.4. নিজ নিজ সংস্থার আচরণবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একজন স্বাধীন পেশাজীবী কর্তৃক একটি প্রমাণপত্র প্রাপ্ত করতে হবে যেটি অনুসারে প্রাপ্ত সকল অনুদান, রসিদ, চাঁদা, এবং সরকারি অনুদান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচীতে ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রমাণিত হবে।

7.4. বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ:

- পরিচালনসভা গঠন
- দাতব্য সংস্থার পরিচালনসভা দ্বারা অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
- আর্থিক বছরে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনসভার সদস্যদের উপস্থিতি
- প্রকল্প ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা
- পরিচালনসভার সদস্য, প্রধান নির্বাহী এবং এর আত্মীয়দের পারিশ্রমিক
- অনুমোদিত বা গোষ্ঠী সত্তার সাথে দাতব্য সত্তা দ্বারা করা লেনদেনগুলি
- পরিচালনসভার সদস্যরা যে আচরণবিধি মেনে চলেছেন সেই সম্পর্কে সভাপতির স্বীকৃতিদান
- অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিশদ সহ প্রধান দাতাদের তালিকা
- দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য প্রশাসনিক সংহিতার প্রতিপালন সম্পর্কিত একজন স্বতন্ত্র পেশাদারের শংসাপত্র।

7.5 ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য:

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দাতব্য সংস্থার ওয়েবসাইটে অবশ্যই রাখতে হবে এবং এগুলি নিয়মিত বা ন্যূনতম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আপডেট করা উচিত:

- সংস্থার দর্শন ও উদ্দেশ্য
- পরিচালনা সভার সদস্য এবং মূল নির্বাহী সদস্যদের সংক্ষিপ্ত ও আপডেট করা প্রোফাইল
- প্রকল্প এবং কার্যক্রমগুলির পরিদর্শন

- পরিচালনা সভা কর্তৃক অনুমোদিত নীতিগুলি
- নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন
- পুরষ্কার এবং স্বীকৃতি
- সংস্থা কর্তৃক পরিচালনা কমিটির সদস্যদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে এবং মূল নির্বাহী সদস্যদের সাথে করা লেনদেন
- কোনও ঘটনা বা তথ্য যা পরিচালনা সভার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- পরিচালনসভার সদস্যরা যে আচরণবিধি মেনে চলেছেন সেই সম্পর্কে সভাপতির স্বীকৃতিদান
- দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য প্রশাসনিক সংহিতার প্রতিপালন সম্পর্কিত একজন স্বতন্ত্র পেশাদারের শংসাপত্র।
- বিগত ৩ বছরের সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিশদ সহ প্রধান দাতাদের তালিকা।

নীতি ৪
সম্প্রদায়ের সংযুক্ততা

যৌক্তিকতা:

প্রতিটি দাতব্য সংস্থার সমাজের সেইসব শ্রেণীকে উপকৃত করার চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাদের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতার তাত্পর্য, অংশীদার এবং প্রকল্পের লক্ষিত গোষ্ঠীর গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সত্তা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প, কর্মসূচী এবং কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন এবং উপলব্ধি করা সেই সত্তার জন্য অপরিহার্য।

নির্দেশিকা:

৪.১ পরিচালনসভার নিজে অথবা নিবেদিত কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে সম্প্রদায় মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত।

৪.২ এই ধরনের নিযুক্ততা এবং মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

৪.২.১ বেস-লাইন এবং এন্ড-অফ-প্রজেক্ট; ও

৪.২.২ ঘটনা ভিত্তিক।

৪.২.৩ যেখানে বেস-লাইন এবং এন্ড অফ প্রজেক্ট পরিমাপ করার জন্য পরিচালনা করা হবে, ঘটনা-ভিত্তিক মিথস্ক্রিয়াটি প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রস্তাবিত এবং প্রত্যাশিত ফলাফলগুলির সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করে সত্তা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলির প্রভাব নির্ধারণের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত করা হবে।

নীতি 9
সততা

যৌক্তিকতা:

সততা নেতৃত্বের ভিত্তি এবং ভিত্তি গঠন করে, একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সেই ভূমিকাটি পরিচালনসভার দ্বারা পালন করা হয়। আধুনিক পরিস্থিতি, যেখানে কর্পোরেট সাধনের অপব্যবহার এবং এমনকি তহবিল সংগ্রহ করার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং ন্যাস প্রচার পাচ্ছে, সেখানে এটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে পরিচালনসভা যেন সব সময়, তাদের সব সিদ্ধান্তে সততা বজায় রাখে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোন অর্থনীতিতে অনৈতিক আচরণ, অসদাচরণ এবং দুর্নীতিসহ ঝুঁকি থেকে একটি নৈতিক এবং পেশাদারী সত্তা বা প্রতিষ্ঠানকে সততাই সর্বোত্তম সুরক্ষা প্রদান করে।

একটি আচরণবিধি একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কিত নিয়মাবলী অনুশীলনের একটি সেট। একটি দাতব্য সত্তা এবং পরিচালনসভা এর ব্যতিক্রম নয়, বরং এক্ষেত্রে গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

আচরণবিধির বিস্তারিত নীতি সমন্বিত একটি অসাধারণ দলিল হতে হবে না, বরং স্বাক্ষরকারীদের থেকে প্রাপ্ত কিছু সহজ প্রত্যাশাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট ।

নির্দেশিকা:

9.1 পরিচালনসভার অবশ্যই তার অংশীদারদের প্রতি তার সকল সিদ্ধান্ত এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করতে হবে, যার ফলে তাদের জবাবদিহিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

9.2 আচরণবিধি:

9.2.1 তার পরিচালনসভার মাধ্যমে সততার উচ্চ মান প্রচার করা উচিত যার ফলে বাইরের অংশীদার এবং ভেতরের সদস্যদের সাথে সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা হবে।

9.2.2 পরিচালনসভার সদস্য এবং সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের জন্য একই আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।

9.2.3 আচরণবিধি প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক তাদের নিয়োগের তারিখে অথবা আচরণবিধি প্রয়োগের তারিখে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হতে হবে।

9.2.4 পরিচালনসভার সকল সদস্যদের দ্বারা আচরণবিধি মেনে চলাকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং যেকোনো রকমের বিচ্যুতি মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

9.2.5 পরিচালনসভার সদস্যদের জন্য একটি আদর্শ আচরণবিধি এই সংহিতার সংযোজন সি-তে স্থাপন করা হয়েছে।

নীতি 10
স্থায়িত্ব

যৌক্তিকতা:

স্থায়িত্ব হচ্ছে একটি উদ্যোগের ক্ষমতা যা সময়ের সাথে সাথে কোন প্রক্রিয়া বা পরিস্থিতিকে বজায় রাখতে পারে। একটি তন্ত্র বা একটি প্রতিষ্ঠানেকে তখনই স্থায়ী বলে বিবেচনা করা হয় যখন এটি শুধুমাত্র নিজের নয় বরং এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেও সমর্থন করে। একটি দাতব্য সংস্থা, যা সাধারণত তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সমর্থন করার লক্ষ নিয়ে গঠিত হয়, তাকে অর্থনীতিতে প্রচলিত অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি স্থায়ী হতে হবে এবং বিশেষকরে এই তিনটি ক্ষেত্রে – আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং কর্মসূচিভিত্তিক।

যদিও সত্তার জন্য স্থায়িত্ব অর্জন করা বর্তমান সময়ের চাহিদা, সত্তার প্রতি বিশ্বাসের বিকাশের জন্য অংশীদার এবং দাতাদের কাছে এর গুরুত্ব কখনোই কম বলে বিবেচিত হবেনা।

নির্দেশিকা:

10.1 সত্তার উচিত তার দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতি কল্পনা করা, তহবিলের স্থির ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং সত্তার কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য রাজস্ব উৎপাদন করা।

10.2 প্রধান অংশীদার ও দাতাদের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি যথাযথ কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

10.3 প্রতিটি নতুন প্রকল্প বিভিন্ন অংশীদারদের বাধার মুখোমুখি হতে হয়। পরিচালনসভাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে স্থানীয় সরকার এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সম্প্রদায়, লক্ষিত গোষ্ঠী প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে যথাযথভাবে সংবেদনশীল এবং অবহিত থাকে।

10.4 তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা অর্জনের জন্য কর্পোরেটদের সাথে অংশীদারিত্ব করার সময় সংস্থার উচিত লেনদেনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা অর্জন করা যাতে সংস্থার অপব্যবহার না হয়, যেমন তহবিল সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

এই ধরনের চেক এবং ভারসাম্য সত্তার ভিত্তি স্থিতিশীল করবে এবং এর ফলে সত্তার উপস্থিতি এবং কার্যকলাপে স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

সংযোজন A

পরিচালনসভার সামনে রাখা ন্যূনতম তথ্য

1. কার্যপ্রণালীর পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের কাঠামো ও প্রতিবেদন;
2. প্রবর্তনের পূর্বে প্রকল্পের ব্যয় ও প্রস্তাবিত ফলাফল;
3. পরিচালনসভা ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনা সদস্যদের প্রস্তাবিত নিয়োগ ও অপসারণ;
4. পরিচালনসভার সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ;
5. বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, বার্ষিক পরিকল্পনা ও আয়ব্যয়ক;
6. সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে করা নিরীক্ষা এবং প্রতিপালনের বিবৃতি;
7. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা নিষ্পত্তি, যদি থাকে;
8. নিরীক্ষা কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য কমিটির সভার বিবরণ;
9. কারণ, চাহিদা, পরিচালনা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এবং জরিমানার বিজ্ঞপ্তি দেখান, বস্তুগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
10. সভাপতি কর্তৃক পরিচালনসভার সদস্যদের আচরণবিধি মেনে চলার নিশ্চিতকরণ।
11. দাতব্য সংস্থার জন্য আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলা সম্পর্কিত একজন স্বাধীন পেশাদার থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট।

সংযোজন B

পরিচালনসভার সদস্য কর্তৃক আগ্রহের বিজ্ঞপ্তি

পরিচালনসভার সদস্য

(দাতব্য সত্তার নাম)

(ঠিকানা)

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া

আমি,_____ পুত্র/কন্যা/স্বামী/স্ত্রী_____এর,_____ বাসিন্দা, _____ পরিচালনসভার সদস্য,_____ যার নিবন্ধিত দপ্তর_____ নিম্নলিখিত সত্তাগুলিতে আমার আগ্রহ বা উদ্বেগের বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছি

Sl No.	প্রতিষ্ঠান/ আইনসৃষ্ট সংস্থা/ ফার্ম/ জনগণের সমিতি	আগ্রহ বা উদ্বেগের প্রকৃতি/ আগ্রহ বা উদ্বেগের পরিবর্তন	অংশীদারত্ব	যে তারিখে উত্থিত আগ্রহ বা উদ্বেগ পরিবর্তিত হয়েছে

স্বাক্ষর

স্থান:

তারিখ:

সংযোজন C

পরিচালনসভার সদস্যদের জন্য আচরণবিধি

পরিচালনসভার সদস্যদের কর্তব্য:

I) যথাযথ পরিশ্রম, দক্ষতা এবং তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতার সঙ্গে পেশাগতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা;

II) সত্তা এবং তার অংশীদারদের সর্বোত্তম স্বার্থ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ থেকে বিরত থাকা;

III) শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ উন্নীত করার জন্য সত্তার নাম ও সম্পদ ব্যবহার করা;

IV) সত্তার উপ-আইনসহ স্থানীয় সকল প্রযোজ্য আইন মেনে চলার প্রচেষ্টা;

V) এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন যা স্বার্থের সংঘাতের জন্ম দিতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিচালনসভার কাছে তা প্রকাশ করুন;

VI) তাদের কর্তব্যের সময় প্রাপ্ত তথ্যের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং আদেশপত্র বাতিলের পরেও এই বাধ্যবাধকতা অব্যাহত রাখা;

VII) তাদের সরকারী কর্তব্যের যথাযথ অব্যাহতি ছাড়া সত্তার বাইরে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদনের সময় তারা কোন গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করবেন না;

VIII) সত্তার বাইরের ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে পরিচালনসভার কার্যক্রম এবং সদস্যদের ভোট আচরণ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন;

IX) তাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপলব্ধ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা;

X) নিজেকে বা অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে, সত্তার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও সুযোগ কখনও স্থানান্তর করবেন না;

XI) স্বাভাবিক সৌজন্যতা প্রকাশের ক্ষেত্রে যেখানে তারা সত্তার সুনামের সাথে আপস করছেন না এবং যেখানে পরিচালনা কমিটির সদস্যের সিদ্ধান্ত তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, শুধুমাত্র সেইরকম উপহার বা আতিথেয়তাই তারা গ্রহণ করতে পারবেন;

XII) সহকর্মীদের প্রতি অসদাচরণ বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করবেন না;

XIII) পরিচালনসভার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করুন;

XIV) জনসাধারণের সম্মুখে সত্তা সম্পর্কিত বিবৃতি জারি করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন